বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি
Bangladesh Class-III Govt. Employees Association
(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
E-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

প্রিয় সহকর্মী,

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম নিবেন। সর্বশেষ ২০০৯ সালে বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও তৎপ্রেক্ষিতে সীমিত আয়ের সরকারি কর্মচারীদের চলমান জীবনযাত্রার দুঃসহ পরিস্থিতির কথা আমরা সবাই অবগত আছি। এছাড়া দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ সচিবালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সমপর্যায়ের বিভিন্ন পদপদবীর কর্মচারীদের মধ্যে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানভেদে বিরাজমান পদমর্যাদা ও বেতন ভাতার বৈষম্য সৃষ্টির ফলে বঞ্চিত কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা ও তীব্র ক্ষোভের কারণ হয়ে আছে। যার সম্মানজনক সমাধান আশু প্রয়োজন। এরূপ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে ২০ এপ্রিল, ২০১৩ এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন ৬০% বেতন বৃদ্ধি, বাংলাদেশ সচিবালয়সহ অন্যান্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট পদমর্যাদা ও বেতন বৈষম্য নিরসনসহ সমিতির ৬ (ছয়) দফা মানার জন্য কর্তৃপক্ষের সমীপে অনুরোধ জানানো হয়েছে। দাবীসমূহ বাস্তবায়নের সমর্থনে আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (IEB) রমনা, ঢাকার সন্মুখ সড়কের পার্শ্বে একত্রিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে দাবী সম্বলিত স্মারক লিপি প্রদান করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা শুরু হবে। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীতে যথাসময়ে অংশগ্রহণ করে দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে সকল তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী ভাই ও বোনদের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

৩০ এপ্রিল কর্মসূচীতে যোগ দিন
দাবী আদায়ের শপথ নিন।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
সভাপতি

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পক্ষ হতে ২২/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকাশিত এবং প্রচার সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস মিঞা কর্তৃক প্রচারিত।

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি
Bangladesh Class-III Govt. Employees Association
(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

E-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

প্রিয় সহকর্মী ভাই ও বোনেরা,

এবার ১৫ নভেম্বর, ২০১৩ আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি আমাদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অফুরন্ত ভালবাসা। আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করি সমিতির চলমান নিরলস কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে পূরণ হবে আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য, সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের বৃহত্তম একটা অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন রূপে। আপনারা ইতোমধ্যে অবলোকন করেছেন সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ সমিতি ঐতিহ্য মণ্ডিত গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার আলোকে সর্বস্তরের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে অকুতভয় দৃঢ়তা নিয়ে আন্দোলন, সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অনুসরণ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রেণী পেশার মধ্যে সাম্য, ইনসাফ, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। শ্রেণীভেদে বা শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ও ব্যবধানের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সমিতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সর্বস্তরের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে বিরাজমান অসচেতনতা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ব্যাহত করছে কাঙ্খিত অগ্রযাত্রাকে। ব্যক্তি সচেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে উত্তোরণের পথে সাংগঠনিক ভাবে আমাদের অগ্রসর হওয়া এখন খুবই জরুরী।

প্রিয় সহকর্মী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এবার সমিতির ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমরা সকলেই এক আনন্দঘন পরিবেশে পরস্পর মিলিত হব এবং দু'টি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবো। যার মধ্যে ১টি হলো সমিতির তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিকভাবে লিগ্যাল এইড কমিটির কার্যক্রম শুরু করা, এ জন্য যে প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আরোপিত সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি, বিভিন্ন অধ্যাদেশ, বিশেষ অধ্যাদেশ ও নানাবিধ কালাকানুনের যাতাকলে বা কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে অনেক সময় তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীগণ নানাবিধ হয়রানিমূলক বদলি, নির্যাতন, পদাবনতি, পদচ্যুতি, চাকুরী থেকে অপসারিত, বরখাস্ত বা গুরুতর সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এরূপ ঘটনায় অনেক নিরীহ কর্মচারী অজ্ঞতা ও সামর্থহীনতার কারণে প্রশাসনিক ও আইনগত লড়াই করতে ব্যর্থ হয়ে চরম হতাশায় আত্মহত্যা করে, মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার অনেকে মর্যাদাহানীকর কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন। এরকম অসহায় ও অমানবিক পরিস্থিতিতে সমিতি সাংগঠনিক ভাবে তাদেরকে আইনগত পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পাশে দাঁড়াবে। সমিতির ১২/১০/২০১২খ্রিঃ ও ২৮/০৯/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সভায় এতদসংক্রান্ত নীতিমালা ও কর্মপরিধি অনুমোদন করেছে। সমিতির ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হতে আমরা সাংগঠনিক ভাবে শুরু করতে যাচ্ছি অসহায় ও নিরীহ সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে এবং সে সাথে আপনাদের সক্রিয় সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

দ্বিতীয়টি হলো সরকারি কর্মক্ষেত্রে অতীত/বর্তমান যে সকল তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী নেতা তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন সেসকল নেতৃবৃন্দকে পর্যায়ক্রমে সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে এদেশের সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের বরেণ্য কিছু ব্যক্তিত্বকে বরণ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিখতে। এবারই প্রথম সমিতির ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ২০ (বিশ) জন আপোষহীন ত্যাগি বরেণ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতাকে সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তাদের মধ্যে সমিতির অন্যতম সম্মানিত উপদেষ্টা (১) জনাব সৈয়দ মহিউদ্দিন, সাবেক প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব, বাংলাদেশ সচিবালয় সংযুক্ত কর্মচারী পরিষদ, মহাসচিব, সংহতি পরিষদ, আহবায়ক, বাংলাদেশ সংহতি ও সমন্বয় পরিষদ লিয়াজোঁ কমিটি (২) জনাব হারুন উর রশীদ, সাবেক মহাসচিব, স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী সমিতি, সভাপতি, সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ, প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবী বাস্তবায়ন পরিষদ (৩) জনাব মোঃ শাহাবুদ্দীন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সংহতি পরিষদ, আইন হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক

সম্পাদক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বর্তমান মহাসচিব, বাংলাদেশ অডিট পরিষদ ও বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবী বাস্তবায়ন পরিষদ (৪) জনাব এ বি এম আবদুর রশীদ, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগীয় তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, সহ-সভাপতি বাতসকস, কেনিপ (৫) জনাব শেখ আল বেরুনী, সভাপতি, পি টি এন্ড টি অডিট কর্মচারী সমিতি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাংলাদেশ অডিট পরিষদ, কার্যকরী সভাপতি, বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ (৬) জনাব শাহ মোহাম্মদ শফিউল হক, যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ খাদ্য কর্মচারী পরিষদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি (৭) জনাব মমতাজ বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ খাদ্য কর্মচারী পরিষদ, সহ-সভাপতি, বাতসকস, কেনিপ (৮) জনাব সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, খামারবাড়ী নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, সাবেক সহ-সভাপতি, বাতসকস, কেনিপ (৯) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মচারী সমিতি, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, বাতসকস, কেনিপ (১০) জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্মচারী সমিতি, অর্থ সচিব, বাতসকস, কেনিপ, ঢাকা মহানগর সভাপতি, বাতসকস (১১) জনাব হালিমা আক্তার, সভাপতি, মিডওয়াইফারী সোসাইটি অব বাংলাদেশ, সাবেক মহিলা সচিব, বাতসকস, কেনিপ (১২) জনাব আবু মোহাম্মদ হাসান, সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল কর্মচারী সমিতি ও সহ-সভাপতি, বাতসকস, কেনিপ (১৩) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রম অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, সহ-সভাপতি, বাতসকস, কেনিপ। এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে (১৪) জনাব আখতার হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি, সমবায় অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাতসকস, কেনিপ (১৫) জনাব মোঃ লোকমান আলী, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অডিট পরিষদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবী বাস্তবায়ন পরিষদ (১৬) জনাব মোঃ আবুল হাসেম, সাবেক মহা সম্পাদক, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সংস্থা, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ ও সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবী বাস্তবায়ন পরিষদ (১৭) জনাব ননী গোপাল দাস, প্রাক্তন সভাপতি, মৎস্য অধিদপ্তর কর্মচারী সমিতি, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ। (১৮) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, সভাপতি, বাতসকস চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটি, সহ-সভাপতি, বাতসকস, কেনিপ (১৯) জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন শহীদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মচারী সমিতি, বর্তমান কার্যকরী সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ (২০) মরহুম মোঃ মইনুল হক বারভূইয়া, সাবেক সভাপতি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মচারী সমিতি, প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব, বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি (মরণোত্তর)।

প্রিয় সহকর্মী,

আপামর তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী ভাই-বোনদের অংশিদারিত্বে এবং গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের পবিত্র এ শ্রেণী সংগঠনটি। সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসরণে সকল স্তরের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীগণের যেমন অধিকার আছে– এ সমিতির সদস্য হবার এবং সে সাথে মেধা ও যোগ্যতাবলে সুযোগ রয়েছে সকল স্তরে নেতৃত্ব প্রদানের। এবার আমরা দিনব্যাপি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করবো **শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশন, শাহবাগ, ঢাকায়**। আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি দলবাজীর উর্দ্ধে থেকে বর্ণ-গোত্র, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে এক ছাতার নিচে এক সাথে উদযাপন করবো আমাদের সমিতির ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১৫ নভেম্বর, ২০১৩। পরস্পর আনন্দ বেদনায় শরিক হয়ে ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়েই রচিত হবে আগামী দিনের চলার পথ, সৃষ্টি হবে সৃজনশীল মেধাবী ও লড়াকু নেতৃত্বের। রচিত হবে আন্দোলন সংগ্রামের স্পিরিট।

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভ উদ্যোগ সফল হোক। কল্যাণ হোক আপনাদের সকলের। এ কামনায় শেষ করছি।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯২২১১৭৫০১

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি কর্তৃক ৭ নভেম্বর, ২০১৩ প্রকাশিত এবং যুগ্ম মহাসচিব মোঃ ফরিদুর রহমানের তত্ত্বাবধান ও প্রচার সম্পাদক মোঃ ইলিয়াছ মিয়া কর্তৃক প্রচারিত।